ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন

নগর ভবন

৮১, গুলশান এভিনিউ, গুলশান, ঢাকা।

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ১২তম কর্পোরেশন সভার কার্য-বিবরণী ঃ

সভাপতি	ঃ	জনাব আনিসুল হক মাননীয় মেয়র ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন
তারিখ	ঃ	০৯/০৮/১৪২৩ বঙ্গাব্দ ২৩/১১/২০১৬ খ্রিষ্টাব্দ
সময়	ঃ	বেলা ০১ : ৩০ টা
স্থান	ঃ	গুলশান সেন্টার পয়েন্ট প্লট নংঃ ২৩-২৬, লেভেলঃ ৯, রোড নংঃ ৯০, গুলশান-২, ঢাকা

সভায় উপস্থিত কাউন্সিলরদের তালিকা পরিশিষ্ট "ক"

মাননীয় মেয়র সভার শুরুতে সকল কাউন্সিলরবৃন্দ ও কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ'কে আনুষ্ঠানিকভাবে ধন্যবাদ জানিয়ে সভা শুরু করেন। তিনি বলেন গুলশান এলাকা অপদখলমুক্ত করা হয়েছে। গুলশান ও বনানী এলাকার রাস্তা ও ড্রেনের কাজ চলমান। গুলশান এভিনিউতে ১২-১৪ ফুট চওড়া ফুটপাথ তৈরী করা হবে। যে এলাকায় এখনও অবৈধ/অপদখল আছে তা দ্রুত অপদখলমুক্ত করতে হবে, তা না হলে ঐ এলাকায় কাজ হবে না। ডিএনসিসি এলাকায় পার্ক, দর্শনীয় স্থান ও বসার জায়গা করা হবে। আগামী জুনের মধ্যে এসব কাজ সম্পন্ন করা হবে। তিনি আরো বলেন ডিএনসিসি যে কয়টা মেগা প্রজেক্ট হাতে নিয়েছে এর মধ্যে ৪-৫টি কাজ ছাড়া বাকী কাজ শুরু হয়েছে। এই বাকী কাজগুলোও আগামী মে-জুনের মধ্যে শুরু করা হবে। অতঃপর মাননীয় মেয়র, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা'কে এজেন্ডা ভিত্তিক আলোচনা শুরু করার জন্য অনুরোধ করেন।

মাননীয় মেয়র, সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ ও সিটি কর্পোরেশনের উপস্থিত কর্মকর্তাগণ'কে শুভেচ্ছা জানিয়ে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এজেন্ডা ভিত্তিক আলোচনা শুরু করেন। এজেন্ডা ভিত্তিক আলোচনায় নিম্নরূপ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

ক্রম	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০১.	বিগত ০৩/১০/২০১৬ তারিখ অনুষ্ঠিত ১১তম কর্পোরেশন সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়করণ প্রসঙ্গে	বিগত ০৩/১০/২০১৬ তারিখ অনুষ্ঠিত ১১তম কর্পোরেশন সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়করণ করার জন্য আলোচনা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা গত ০৩/১০/২০১৬ তারিখ অনুষ্ঠিত ১১ম সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়করণের লক্ষ্যে পরিবর্তন/পরিমার্জনসহ কোন সংশোধনী প্রস্তাব থাকলে তা উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ জানান ও ১১ম কর্পোরেশন সভার কার্যবিবরণীর সিদ্ধান্তসমূহ সভায় তুলে ধরেন। এ বিষয়ে কোন সংশোধনী প্রস্তাব না থাকায় ১১ম কর্পোরেশন সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণে উপস্থিত সকলেই একমত পোষণ করেন।	১১তম কর্পোরেশন সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ করা হলো।	
০২.	১১তম কর্পোরেশন সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি	১১তম কর্পোরেশন সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি ক্রমিক নং-০২ এ সংযুক্ত।		১১তম কর্পোরেশন সভার সিদ্ধান্ত মতে দায়িত্বপ্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা
০৩.	স্থায়ীভাবে Car মুক্ত রাস্তা	ডিএনসিসি'র গুলশান, বারিধারা, বনানী ও উত্তরাসহ বিভিন্ন এলাকায় একটি করে রাস্তাকে Car মুক্ত রাখার বিষয়ে মাননীয় মেয়র অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছেন। মাননীয় মেয়র বলেন, প্রতিটি ওয়ার্ডে একটি রাস্তা গাড়ী মুক্ত করতে হবে। রাস্তার ফুটপাথে মোটরসাইকেল/সাইকেল চালানো বন্ধ করতে হবে। ফুটপাথে গাড়ী উঠালেই তাকে আইনের আওতায় আনতে হবে। এ বিষয়ে উপস্থিত সকলেই একমত পোষণ করেন।	১। আগামী ১ মাসের মধ্যে ৩৬টি ওয়ার্ডের প্রতিটি ওয়ার্ডে একটি করে রাস্তা চিহ্নিত করতে হবে যাতে কোন গাড়ী চলবে না। ২। ফুটপাথে মোটর সাইকেল/সাইকেল চালাতে পারবে না। ৩। ফুটপাথে কেউ গাড়ী তুলতে পারবে না। ৪। ফুটপাথ এমনভাবে তৈরী করতে হবে যেন অন্ধলোকও চলতে পারে। ৫। সাইকেল চলার জন্য লেন তৈরী করতে হবে।	১। সকল সম্মানিত কাউন্সিলর ২। প্রধান প্রকৌশলী

ক্রম	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০৪.	হর্ণ মুক্ত দিবস	বিশ্বের বিভিন্ন দেশে "হর্ণ মুক্ত দিবস" হিসেবে উদযাপন করা হয়। এবারই প্রথম বাংলাদেশে "হর্ণ মুক্ত দিবস" উদযাপন করা হয়েছে। ডিএনসিসি'র এলাকায় যে কোন একদিন হর্ণ মুক্ত রাখার বিষয়ে মাননীয় মেয়র অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছেন। মাননীয় মেয়র বলেন, হর্ণ মুক্ত দিবস নির্ধারণ করতে হবে। ডিএনসিসি'র নির্বাচিত প্যানেলের দুই বছর পূতিতে হর্ণ মুক্ত দিবসের ঘোষণা দেওয়ার প্রস্তিতি নিতে সকল সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দকে অনুরোধ করেন।	১। হর্ণ মুক্ত দিবস নির্ধারণ করতে হবে। ২। ডিএনসিসি'র নির্বাচিত প্যানেলের দুই বছর পূতিতে হর্ণ মুক্ত দিবসের ঘোষণা দেওয়ার প্রস্তুতি নিতে হবে।	১। সকল সম্মানি কাউন্সিলর
০৫.	দৈনিক মজুরী ভিত্তিক মাষ্টাররোল কর্মচারীদের জাতীয় বেতন স্কেল ২০১৫ অনুযায়ী বেতন বর্ধিত করণ ও ৫৯ বছর উর্ধ্ব স্কেলভুক্ত মাষ্টাররোল কর্মীদের কর্মচ্যুত করণ প্রসংগে।	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনে স্কেলভুক্ত মাষ্টারোল কর্মী ৯৪১জন। বিগত ০১/০৭/২০১৫ তারিখে জাতীয় পে-স্কেল,২০১৫ বাস্তবায়ন করা হয়। ০১/০৭/২০১৫ তারিখের পূর্বে ১৭৮ জন স্কেলভুক্ত মাষ্টাররোল কর্মীর বয়স ৫৯ বছর উর্ধ্বে উপনীত হয়। ৬ষ্ঠ কর্পোরেশন সভায় ৫৯ বছর উর্ধ্ব স্কেলভুক্ত মাষ্টাররোল কর্মীদের চাকুরীচ্যুত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সে মতে ১৭৮ জন স্কেলভুক্ত মাষ্টাররোল কর্মী এর জাতীয় পে-স্কেল,২০১৫ এর সুবিধা স্থগিত রাখা হয়। ০১/০৭/২০১৫ তারিখে ৫৯ বছরের কম বয়সের অবশিষ্ট কর্মীদের জাতীয় পে-স্কেল,২০১৫ এর সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। বিগত ২১/০৭/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ ৫৯ বছরের উর্দ্ধ বয়সী কতিপয় স্কেলভুক্ত মাষ্টাররোল কর্মী পে-স্কেল,২০১৫ এর সুবিধা প্রদানের আবেদন করেন। স্কেলভুক্ত মাষ্টাররোল কর্মীদের জাতীয় পে-স্কেল,২০১৫ এর সুবিধা প্রদানের বিষয়ে স্থানীয় সরকার বিভাগে পত্র দেয়া হয়েছে। স্থানীয় সরকার বিভাগ থেকে এ বিষয়ে অর্থমন্ত্রণালয়ের মতামত চাওয়া হয়। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের স্কেলভুক্ত মাষ্টাররোল কর্মীগণ জাতীয় পে-স্কেল, ২০১৫ এর আওতাভূক্ত নয় বিধায় কোন মতামত প্রদান করা গেল না মর্মে অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে মতামত দেয়া হয়। ইতোমধ্যে মাননীয় মেয়র এর নির্দেশনা মতে ৫৯ বা তদূর্ধ্ব স্কেলভূক্ত মাষ্টাররোল কর্মীদের জাতীয় পে-স্কেল, ২০১৫ এর সুবিধা প্রদানের বিষয়ে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনে পত্র দেয়া হয়েছে। পত্রের জবাব এখনো পাওয়া যায়নি। উল্লেখ্য যে, জুলাই/২০১৬ পর্যন্ত ২১১ জন স্কেলভূক্ত মাষ্টাররোল কর্মীর চাকরি ৫৯ বছরের উর্ধ্বে উপনীত হয়। ৬ষ্ঠ কর্পোরেশন সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উক্ত ২১১ জন স্কেলভূক্ত মাষ্টাররোল কর্মীর চাকরি চ্যুতির প্রশাসনিক প্রস্তাব মাননীয় মেয়র কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। ৫৯ বছর উর্দ্ধ স্কেলভূক্ত মাষ্টরোল কর্মচারীদের পে-স্কেল/২০১৫ প্রদানের বিষয়ে মাননীয় মেয়র সকলকে মতামত প্রদান করার জন্য অনুরোধ জানান। ওয়ার্ড-১৭ এর সম্মানিত কাউন্সিলর ডাঃ জিন্নাত আলী বলেন, সার্ভিস রুল অনুসরণ করে দেয়া উচিৎ। পূর্বে দয়ে হলে তাদের কিসের ভিত্তিতে দেয়া হয়েছে তা বিবেচনায় নিয়ে দেয়া উচিৎ। মানবিক দিক বিবেচনায় দেয়া হলে পরবর্তীতে কোন আইনগত সমস্যা হবে কিনা তা যাচাই করে দেয়া উচিৎ। ওয়ার্ড-১২ এর সম্মানিত কাউন্সিলর জনাব মোঃ ইকবাল হোসেন তিতুসহ আরো অনেকে দেয়ার বিষয়ে মত প্রকাশ করেন। অডিট কর্মকর্তা জনাব মোঃ বেল্লাল হোসেন বলেন, এরা গ্রাইচুটি সুবিধাবাদে অন্যান্য সকল সুবিধা পাবে। এ বিষয়ে সরকারের গেজেট আছে। তাদের চাকুরী ৬০ বছর হবে। তিনি এ বিষয়ে একটি কমিটি গঠন করার প্রস্তাব করেন। ওয়ার্ড-২১ এর সম্মানিত কাউন্সিলর জনাব মোঃ ওসমান গনি বলেন, তারা আমাদের সাথে অনেকদিন কাজ করেছে। মানবিক দিক বিবেচনায় নিয়ে তাদের এ সুবিধা দেয়া উচিৎ। মাননীয় মেয়র বলেন, আইনের কোন ব্যত্যয় না করে তাদের'কে সুবিধা দেয়া যায় কিনা, সে বিষয়টি খতিয়ে দেখা উচিৎ। তাদের'কে অন্য কোন খাত থেকে কোন সুবিধা দেয়া যায় কিনা সে বিষয়ে সংস্থাপন স্থায়ী কমিটি'কে ৩০ নভেম্বর ২০১৬ তারিখের মধ্যে একটি প্রস্তাবনা প্রদান করা যায় মর্মে উল্লেখ করেন। উপস্থিত সকলেই এ প্রস্তাব সমর্থণ করেন।	১। ৬ষ্ঠ কর্পোরেশন সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৫৯ বছর উর্ধ্ব ২১১ জন স্কেলভুক্ত মাষ্টাররোল কর্মীদের ৩০ নভেম্বর ২০১৬ থেকে কর্মচ্যুত করা হবে। ২। ৫৯ বছর উর্ধ্ব স্কেলভুক্ত মাষ্টাররোল কর্মীদের পে-স্কেল, ২০১৫ এর সুবিধা প্রদান করার আইনগত সুযোগ নেই; তবে তারা দুঃস্থ মানুষ বিধায় তাদের পে-স্কেল, ২০১৫ ও এককালীন সুবধাসহ মাননীয় মেয়র এর ঐচ্ছিক তহবিল থেকে কি হারে আর্থিক সুবিধা দেয়া যায়, তা অর্থ ও সংস্থাপন সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি একটি প্রস্তাবনা পেশ করবে।	১। সচিব ২। অর্থ ও সংস্থাপ সম্পর্কিত স্থা কমিটি

ক্রম	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০৬.	ডিএনসিসি'র সম্মানিত কাউন্সিলরগণের জন্য স্থানীয় সরকার পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত করণ কর্মশালা আয়োজন প্রসঙ্গে।	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ড-১৯ এর সম্মানিত কাউন্সিলর জনাব মোঃ মফিজুর রহমান এর মৌখিক অনুরোধের প্রেক্ষিতে ডিএনসিসি'র সম্মানিত কাউন্সিলরগণের জন্য স্থানীয় সরকার পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত করণ কর্মশালা আয়োজন করার জন্য বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড) কর্তৃপক্ষকে কর্মশালার প্রোগ্রাম শিডিউল, বাজেট ইত্যাদি বিষয় উল্লেখ করে একটি প্রস্তাবনা প্রেরণের জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড) কর্তৃপক্ষ সম্মানিত কাউন্সিলর ৪৮ জন ও ট্রেনিং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীসহ ৫৫ জনের ৩ দিনের কর্মশালায় অংশগ্রহণের জন্য ৫,৯৬,০০০/- টাকার বাজেট প্রেরণ করেছেন। উল্লেখ্য, কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের যাতায়াত ভাড়া বাবদ ব্যয় আলাদাভাবে বহন করতে হবে। বার্ডে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য উপস্থিত সকলেই একমত পোষণ করেন। তারা যাতায়াতের ভালো ব্যবস্থা করতে বলেন এবং প্রশিক্ষাথীদের সম্মানি প্রদান করার অনুরোধ জানান। মাননীয় মেয়র প্রশিক্ষণার্থীদের (সম্মানিত কাউন্সিলর/ কর্মকর্তা/ কর্মচারী) যাতায়াতের ভালো ব্যবস্থা গ্রহণসহ প্রতিদিন ১,০০০/- (এক হাজার) টাকা করে সম্মানি প্রদান করার নির্দেশনা প্রদান করেন।	১। বার্ড-এ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ উপলক্ষ্যে বার্ড কর্তৃক প্রস্তাবিত বাজেট (৫,৯৬,০০০/-) পাঁচ লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার টাকা অনুমোদন দেয়া হয়। ২। যাতায়াতের ভালো ব্যবস্থা করতে হবে। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় আর্থিক বরাদ্দ প্রদান করা হবে। ৩। প্রশিক্ষণার্থীদের দৈনিক ১,০০০/- (এক হাজার) টাকা করে সম্মানি প্রদান করতে হবে। কোর্স ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত ডিএনসিসি'র কর্মকর্তা-কর্মচারী যারা সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দের সাথে বার্ডে ভ্রমণ করবেন তারাও একই হারে সম্মানী প্রাপ্ত হবেন মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	সচিব
০৭.	STS এর জন্য জায়গা নির্বাচন	ডিএনসিসি'র অধিক্ষেত্র এলাকায় ৩১টি ওয়ার্ডে ৪১টি STS অপারেশনাল রয়েছে। ৬টি STSএর নির্মান শেষ পর্যায়ে এবং দ্রুতই অপারেশনাল হবে। অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তহে ৩টি STS এর নির্মান কাজ শুরু করা হয়েছে। নির্মিত STS বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় বিরাট অবদান রাখছে। STS থাকায় বহু রাস্তা ডাষ্টবিন মুক্ত রাখা সম্ভব হয়েছে যা' নগরবাসীর জন্য স্বস্তিদায়ক। ডাষ্টবিনমুক্ত রাস্তা সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের কাউন্সিলরদের উপর ভোটারদের আস্থা বৃদ্ধি করেছে। ২/৩টি STS নির্মানের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু জায়গা না পাওয়ার কারণে ১৩,২১,২৫,৩৫এবং ৩৬নং ওয়ার্ডে এখন পর্যন্ত কোন STS নির্মান করা সম্ভব হয়নি। এ সকল ওয়ার্ডে এখনও রাস্তায় ডাষ্টবিন রেখে বর্জ্য সংগ্রহ করতে হয়। উক্ত ৫টি ওয়ার্ডে জায়গা পাওয়া গেলে দ্রুত STS নির্মান করে ঐ সকল ওয়ার্ডের সড়কগুলো ডাষ্টবিন মুক্ত করা যেত। ওয়ার্ড-৪ এর সম্মানিত কাউন্সিলর জনাব মোঃ জামাল মোস্তফা বলেন, তার এলাকায় জবাইখানা, কাঁচা বাজার ও STS করা প্রয়োজন এবং তার এলাকায় এ সকল করার জন্য গণপূর্ত অধিদপ্তরের জায়গা রয়েছে। গণপূর্ত অধিদপ্তরের সাথে আলোচনা করে জবাইখানা, কাঁচা বাজার ও STS করার অনুরোধ জানান।	১। ১৩, ২১, ২৫, ৩৫ এবং ৩৬ নং ওয়ার্ডের STS নির্মানের জায়গা নির্বাচনের জন্য সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ জায়গা নির্বাচন করে প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তাকে অবহিত করবেন। ২। হাউজিং এর সাথে সমন্বয় সভা করতে হবে।	১। সকল সম্মানিত কাউন্সিলর ২। প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা
০৮.	নির্মান বর্জ্য ব্যবস্থাপনার পদ্ধতি নির্ধারণ প্রসঙ্গে	নগরবাসীর আর্থসামাজিক অগ্রসরতা এবং নগরায়নের কারনে বর্তমানে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন অধিক্ষেত্র এলাকায় বিপুল পরিমান নির্মান বর্জ্য উৎপন্ন হচ্ছে। শতভাগ সঠিক পরিসংখ্যান না থাকলেও আমিন বাজার ল্যান্ডফিলের ওয়েব্রীজের প্রতিবেদনের উপর ধারনা করে বলা যায় বর্তমানে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এলাকায় প্রতিদিন নির্মান বর্জ্যের পরিমান ২০০(দুইশত) টনের নিম্নে নয়। এই ধরনের বর্জ্যের বৃদ্ধির হার অন্যান্য বর্জ্যের বৃদ্ধির হারের চেয়ে অনেক বেশী। কর্পোরেশনের ল্যান্ডফিলে জমির স্বল্পায়তন, বর্জ্য পরিবহনের ট্রাকের সীমাবদ্ধতা এবং সর্বোপরি বাজেটের সীমাবদ্ধতার জন্য নির্মান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের পক্ষে দূরূহ হয়ে পড়ছে। অন্যদিকে সিটি কর্পোরেশন আইনে আবর্জনার সংজ্ঞা এবং এর ব্যবস্থাপনার দায় দায়িত্ব সুস্পষ্টভাবে নির্ধারিত না থাকায় বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তার সহিত নির্মান বর্জ্য উৎপাদকের প্রায়শঃই ভূল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হচ্ছে। উল্লেখ্য সিটি কর্পোরেশন আইন ২০০৯ এর ২(৪) ধারা আবর্জনার সংজ্ঞা হিসেবে বলা আছে "আবর্জনা" অর্থ জঞ্জাল, উচ্ছিষ্ট, বিষ্ঠা ময়লাদি, জীব-জন্তুর মৃতদেহ, নর্দমার তলানি, পয়ঃপ্রণালীর থিতানো বস্তু, ময়লার স্তুপ,	১। নির্মাণ বর্জ্যের অপসারণের ক্ষেত্রে কতটাকা খরচ নেয়া হবে তা নির্ধারণ করতে হবে। ২। পরিবহন বিভাগ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সাথে যৌথভাবে খরচের হিসাব নির্ধারণ করবে।	১। প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা ২। মহা-ব্যবস্থাপক (পরিবহন)

ক্রম	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		বর্জ্য এবং অন্য যে কোন দূষিত পদার্থ বা আপত্তিকর দ্রব্য। " এই সংজ্ঞায় তথা সিটি কর্পোরেশন আইনের কোথাও নির্মাণ বর্জ্য সম্পর্কে কিংবা এর ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে কোন বিধিবদ্ধ নির্দেশনা নেই। প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা বলেন, নির্মাণ বর্জ্য রাতে ফুটপাথে রাখার ফলে অনেক সময় বাধ্য হয়েই এটি অপসারণ করতে হয়। ল্যান্ডফিলে বর্জ্য পরিবহনের কি খরচ হয় তা পরীক্ষান্তে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। মাননীয় মেয়র বর্জ্য পরিবহনের কি খরচ হয় তা পরীক্ষা করার জন্য পরিবহন বিভাগকে নির্দেশনা প্রদান করেন।		
০৯.	ওয়ার্ড অফিসের জন্য স্থান নির্বাচন ও ওয়ার্ড অফিস নির্মাণ	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন এলাকায় ৩৬টি ওয়ার্ডের ৮টিতে ওয়ার্ড অফিস আছে।পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে শহর পরিচ্ছন্ন রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ২৮টি ওয়ার্ডে "ওয়ার্ড অফিস" না থাকায় পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের হাজিরা গ্রহণ, পরিচ্ছন্ন কাজ সংক্রান্ত কাগজপত্র সংরক্ষণ, পরিচ্ছন্নতার যন্ত্রপাতি রাখা ইত্যাদি ব্যাহত হচ্ছে। "ক্লিন ঢাকা" প্রোগাম অগ্রগামী করার লক্ষ্যে ওয়ার্ড অফিস প্রয়োজন।	১। ৩৬টি ওয়ার্ডের মধ্যে ৮টি ওয়ার্ডে কাউন্সিলর অফিস রয়েছে। বাকী ২৮ টি ওয়ার্ডে কাউন্সিলর অফিস করতে হবে।	১। প্রধান প্রকৌশলী ২। প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা
			২। সম্মানিক কাউন্সিলরগণ তাদের ওয়ার্ড অফিস এর জন্য জায়গা নির্ধারণ করে দিবেন।	সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ
১০.	বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগে কর্মরত পরিচ্ছন্ন পরিদর্শকদের টিফিন ভাতা বৃদ্ধি করণ	অবিভক্ত ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের অফিস আদেশ ৮২/প্রঃবিঃ(৫০), তারিখ ১৩/১/২০০৮ খ্রিঃ মারফত পরিচ্ছন্ন পরিদর্শকগণকে প্রতি কর্মদিবসে ৩৫/- (পয়ত্রিশ) টাকা টিফিন ভাতা বরাদ্দ আছে। যা বর্তমানেও বিদ্যমান। ২০০৯ ও ২০১৫ সালে সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নতুন বেতন স্কেল প্রদানের পর দ্রব্যমূল্য অনেকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। তাছাড়া পরিচ্ছন্ন পরিদর্শকগণ প্রত্যুশে কাজে নিয়োজিত হন। ফলে ভোরে বাসায় নাস্তা করার সুযোগ থাকে না। কিন্তু ২০০৮ সালের পর পরিচ্ছন্ন পরিদর্শকগণের উক্ত ভাতা আর বৃদ্ধি করা হয়নি। বাস্তব অবস্থা ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে পরিচ্ছন্ন পরিদর্শকগণকে প্রতি কর্মদিবসের জন্য বরাদ্দকৃত ৩৫/- টাকা স্থলে টিফিন ভাতা বৃদ্ধি করে ১০০/- (একশত) টাকা করা প্রয়োজন। প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা বলেন, এটা টিফিন ভাতা হিসেবে না দিয়ে অন্য কোন নামে দেয়া সমিচিন হবে কারণ স্থায়ী কর্মচারীরা প্রতিমাসে টিফিন ভাতা হিসেবে ২০০/- টাকা করে পেয়ে থাকেন। মাননীয় মেয়র এই নাম নির্ধারণের জন্য প্রদান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তাকে নির্দেশনা প্রদান করেন। উপস্থিত সকলেই এতে একমত পোষণ করেন।	১। পরিচ্ছন্ন পরিদর্শকগণের টিফিন ভাতা প্রতি কর্মদিবসে ৩৫/- (পয়ত্রিশ) টাকার পরিবর্তে ১০০/- (একশত) টাকা করতে হবে। তবে এর আইনগত দিক পর্যালোচনা করে প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা নথিতে অনুমোদন গ্রহণ করবেন।	প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা
১১.	জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন সার্টিফিকেট ইস্যুকরণ প্রসঙ্গে	১। **বাংলাদেশ গেজেট মোতাবেক** ঃ- অতিরিক্ত সংখ্যা ডিসেম্বর ০৭, ২০০৪ তারিখ অধ্যায়-২ এর ৪ (ক) ধারা অনুসারে সিটি কর্পোরেশন এলাকায় জন্ম গ্রহণকারী, মৃত্যুবরণকারী অথবা স্থায়ীভাবে বসবাসকারী ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশনের মেয়র বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা বা কমিশনার; এবং স্থানীয় সরকার আইন/২০১৩ অনুসারে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইন অনলাইনে মৃত্যু নিবন্ধন কার্যক্রম চালুকরণ বিষয়ে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের অঞ্চল পর্যায়ে উল্লেখিত ব্যক্তিগণ নিরবিচ্ছিন্নভাবে নিবন্ধক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। ২। **জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন সংক্রান্ত প্রজেক্ট অফিসের নির্দেশনা অনুযায়ী** ঃ- একই অফিসে একাধিক ব্যক্তির মাধ্যমে জন্ম সনদ স্বাক্ষর না করিয়ে জনসাধারণের দ্রুত জন্ম নিবন্ধন সনদ পাওয়ার স্বার্থে নিম্নোক্তভাবে সনদ প্রদান করা যেতে পারে ঃ- ক। আঞ্চলিক স্বাস্থ্য অফিসারের/সহকারী স্বাস্থ্য কর্মকর্তার মূল নিবন্ধকের দায়িত্ব পালন করবেন। আঞ্চলিক স্বাস্থ্য অফিসার/সহকারী স্বাস্থ্য কর্মকর্তার অনুপস্থিতিতে আঞ্চলিক নিবাহী কর্মকর্তাকে এবং তাঁরও অনুপস্থিতিতে অন্য কোন কর্মকর্তাকে স্বাক্ষরের ক্ষমতা প্রদান করা যেতে পারে। খ। জনসাধারণকে অনলাইনে আবেদনপত্র পাঠাতে উদ্বুদ্ধ করার পাশাপাশি প্রতিটি ওয়ার্ডের সচিবসহ অন্যান্যদের অনলাইনে জন্ম নিবন্ধন	১। প্রত্যেক ওয়ার্ডে যেদিন ডিজিটাল সেন্টার চালু হবে সেদিন থেকেই জন্ম সনদ ওয়ার্ড থেকে দেয়া হবে। ২। ৩৬টি কাউন্সিলরের ওয়ার্ডে একই শিরোনামে একটি একাউন্ট করতে হবে। ৩। জন্ম সনদের জন্য নির্ধারিত ফি একাউন্টে জমা দিয়ে জমা স্লিপ আবেদনের সাথে জমা দিতে হবে। ৪। জন্ম সনদের জন্য আবেদনকারীগণ হাসপাতাল কর্তৃক প্রদেয় জন্মের সনদ/আই.ডি কার্ড/টিকা কার্ড এর সত্যায়িত ফটোকপি জমা দিয়ে কাউন্সিলর অফিসে জন্ম সনদ নিতে পরবেন। ৫। প্রতিটি জন্ম সনদের জন্য উদ্যোক্তাগণ ২০/- (বিশ)	১। সম্মানিত কাউন্সিলর (সকল) ২। প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ৩। প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা

ক্র.	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		আবেদন পাঠানোর ব্যাপারে দায়িত্ব প্রদান করা যেতে পারে। এর ফলে নিবন্ধকের কার্যালয়ে জন্ম নিবন্ধন ডাটা এন্ট্রির পরিবর্তে কেবলমাত্র অনলাইনে প্রাপ্ত আবেদন অনুমোদনের মাধ্যমে ২ মিনিটেরও কম সময়ের মধ্যে একজন ব্যক্তির জন্ম নিবন্ধন সনদ প্রদান করতে পারবে। ৩। বর্তমানে ডিএনসিসির অঞ্চল পর্যায়ে অনলাইনে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন সম্পন্ন করা হচ্ছে। মাননীয় মেয়র বলেন, আঞ্চলিক পর্যায়ে জন্ম নিবন্ধন নেয়ার ক্ষেত্রে আর্থিক লেনদেন হচ্ছে, এতে ডিএনসিসি'র নির্বাচিত পরিষদের দুর্নাম হচ্ছে। ইউনিয়ন পর্যায়ে যেহেতু চেয়ারম্যানগণ জন্ম সনদ ইস্যু করেন, সেহেতু সিটি কর্পোরেশনে কাউন্সিররগণ জন্ম সনদ ইস্যু করবেন। এজন্য ৩৬টি কাউন্সিলরের ওয়ার্ডে একই শিরোনামে একটি একাউন্ট করতে হবে। জন্ম সনদের জন্য নির্ধারিত ফি একাউন্টে জমা দিয়ে জমা স্লিপ আবেদনের সাথে জমা দিতে হবে। জন্ম সনদের জন্য আবেদনকারীগণ হাসপাতাল কর্তৃক প্রদেয় জন্মের সনদ/আই.ডি কার্ড/টিকা কার্ড এর সত্যায়িত ফটোকপি জমা দিয়ে কাউন্সিলর অফিসে জন্ম সনদ নিতে পরবেন। যেদিন ডিজিটাল সেন্টার চালু হবে সেদিন থেকেই জন্ম সনদ ওয়ার্ড থেকে দেয়া হবে। প্রতিটি জন্ম সনদের জন্য উদ্যোক্তাগণ ২০/- (বিশ) টাকা করে নিতে পারবেন।	টাকা করে ফরম পূরণ ফি গ্রহণ করতে পারবেন।	
১২.	আসন্ন শীত মৌসুমে মশক নিধন কার্যক্রমের প্রতিবন্ধকতা	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এলাকায় অবস্থিত ডোবা নালা/খাল ও জলাশয় এর উপর নির্মিত/স্থাপিত বাড়ি ঘর ও টং দোকান এর ফলে লার্ভিসাইডিং কার্যক্রম যথাযথ ভাবে করা সম্ভব হয় না।	আলোচনা হয়নি।	
১৩.	ডিএনসিসি'তে চাকুরীরত অবস্থায় কোন কর্মকর্তা/কর্মচারি, স্কেলভূক্ত মাষ্টার কর্মচারী ও দৈনিক মজুরী ভিত্তিক মাষ্টাররোল কর্মচারী মৃত্যুবরণ করলে তাঁর পরিবারের সদস্যদেরকে আর্থিক সহায়তা প্রদান প্রসঙ্গে	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এর প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী- সরকার বেসামরিক প্রশাসনে চাকুরীরত অবস্থায় কোন সরকারি কর্মচারি মৃত্যুবরণ করলে তাঁর পরিবারের সদস্যদেরকে আর্থিক সহায়তার পরিমান ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকা হতে ৮,০০,০০০/- (আট লক্ষ) টাকায় ও গুরুতর আহত হয়ে স্থায়ী অক্ষম হলে সরকারি কর্মচারির আর্থিক সহায়তার পরিমান ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা থেকে ৪,০০,০০০/- (চার লক্ষ) টাকায় এবং চাকুরীরত অবস্থায় কোন সরকারি কর্মচারি মৃত্যুবরণ করলে তাঁর পরিবারের সদস্যদেরকে দাফন-কাফন বাবদ আর্থিক সহায়তার পরিমাণ ২৫,০০০/- (পঁচিশ হাজার) টাকা থেকে ৩০,০০০/- (ত্রিশ হাজার টাকায় পুনঃ নির্ধারণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। চাকরিরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে ৮,০০,০০০/- (আট লক্ষ) টাকা ও গুরুতর আহত হয়ে স্থায়ীভাবে অক্ষম হলে ৪,০০,০০০/- (চার লক্ষ) টাকার অনুদান ব্যয় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের জন্য বরাদ্দকৃত বাজেট হতে নির্বাহ করা হবে এবং দাফন-কাফন বাবদ ৩০,০০০/- (ত্রিশ হাজার) টাকার ব্যয় বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের অনুকূলে বরাদ্দকৃত প্রচলিত কোড থেকে নির্বাহ করা হবে। ১ জুলাই ২০১৬ তারিখ হতে মৃত্যু/স্থায়ী অক্ষম হওয়ার ক্ষেত্রে প্রজ্ঞাপনটি কার্যকর হবে। উল্লেখ্য, ২৮/০৯/২০১৫ খ্রিঃ তারিখের ৪৬.২০৭.০০০.০৪.০০.০৩৭. ২০১২-১১৪৭ নং স্মারকাদেশে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এর নিয়মিত কর্মকর্তা/কর্মচারীর মৃত্যুতে তার পরিবার'কে ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকার সাথে ৪,০০,০০০/- (চার লক্ষ) টাকা অনুদানসহ মোট ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকা ও গুরুতর আহত হয়ে স্থায়ীভাবে অক্ষম হলে ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা; ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির নিয়মিত কর্মচারী, পরিচ্ছন্ন কর্মীগণসহ সকল দৈনিক মজুরী ভিত্তিক নিয়োজিত কর্মচারীদের স্ত্রী/স্বামী মৃত্যুবরণ করলে তার পরিবারকে ৫০,০০০/- টাকা ও মাস্টাররোল কর্মচারীগণ (ক্লিনার, শ্রমিক/কর্মী) কর্তব্যরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে তার পরিবারকে এককালীন ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা অনুদান প্রদানের অনুমোদন দেয়া হয় এবং ০৪/১১/২০১৫ খ্রি তারিখের ৪৬.২০৭.০০০.০৪.০০. ০২৮.২০১১-১৩৪৮ (২৫) নং স্মারকাদেশে ডিএনসিসি'র নিয়মিত কর্মকর্তা/কর্মচারী, সকল দৈনিক মজুরী ভিত্তিক নিয়োজিত কর্মচারীগণ চাকুরীরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে তার পরিবার'কে দাফন-কাফন বাবদ ২৫,০০০/- (পঁচিশ হার) টাকা "সমাজকল্যাণ মূলক কার্যক্রম" খাত থেকে অনুদান প্রদানের	১। চাকুরীরত অবস্থায় ডিএনসিসি'র স্থায়ী কোন কর্মকর্তা-কর্মচারি মৃত্যুবরণ করলে তাঁর পরিবারের সদস্যদেরকে আর্থিক সহায়তার পরিমান ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকা হতে ৮,০০,০০০/- (আট লক্ষ) টাকায় ও গুরুতর আহত হয়ে স্থায়ী অক্ষম হলে আর্থিক সহায়তার পরিমান ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা থেকে ৪,০০,০০০/- (চার লক্ষ) টাকায় এবং চাকুরীরত অবস্থায় কোন কর্মকর্মা-কর্মচারী মৃত্যুবরণ করলে তাঁর পরিবারের সদস্যদেরকে দাফন-কাফন বাবদ আর্থিক সহায়তার পরিমাণ ২৫,০০০/- (পঁচিশ হাজার) টাকা থেকে ৩০,০০০/- (ত্রিশ হাজার টাকা জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের জারীকৃত প্রজ্ঞাপন মূলে প্রকাশিত সরকারি গেজেট অনুযায়ী ১ জুলাই ২০১৬ থেকে পুনঃ নির্ধারণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।	১। সচিব ২। প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা

<table>
<tr><th>ক্রম</th><th>আলোচ্য বিষয়</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নকারী</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>অনুমোদন দেয়া হয়।

ডিএনসিসি'তে চাকুরীরত অবস্থায় কোন কর্মকর্তা/কর্মচারি, স্কেলভূক্ত মাষ্টাররোল কর্মচারী ও দৈনিক মজুরী ভিত্তিক মাষ্টাররোল কর্মচারী মৃত্যুবরণ করলে তাঁর পরিবার'কে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এর প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী সুযোগ সুবিধা প্রদান করার বিষয়ে আলোচনা হয়।</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>১৪.</td><td>ডিএনসিসি'র সম্মানিত কাউন্সিলরগণের পদমর্যাদা ও সম্মানি বৃদ্ধি প্রসঙ্গে</td><td>গত ৬/১০/২০১৬ খ্রিঃ তারিখের দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকার "সম্মানী তিনগুন বৃদ্ধি ও উপসচিবের পদমর্যাদা চান কাউন্সিলররা" মর্মে "পেপার ক্লিপিং" সদয় অবলোকন করা যেতে পারে। পেপার ক্লিপিংটি ১৯ নং ওয়ার্ডের সম্মানিত কাউন্সিলর জনাব মোঃ মফিজুর রহমান হাতে হাতে সচিব, ডিএনসিসি বরাবর প্রেরণ করেছেন। পেপার ক্লিপিং-এ উল্লেখ করা হয়েছে যে,
ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের (ডিএসসিসি) ওয়ার্ড কাউন্সিলরদের মাসিক সম্মানি তিনগুন বাড়ানোর প্রস্তাব করা হয়েছ। একই সঙ্গে উপসচিবের পদমর্যাদা চেয়েছেন তাঁরা। এ ছাড়া দপ্তর ব্যবস্থাপনা ভাতাও পাঁচ গুণ বাড়ানোর দাবি তাঁদের। গত ২৫ সেপ্টেম্বর এই প্রস্তাব অনুমোদন করেছেন ডিএসসিসির মেয়র মোহাম্মদ সাঈদ খোকন।

১৯টি সংরক্ষিত নারী ওয়ার্ডসহ বর্তমানে ডিএসসিসির কাউন্সিলর ৭৬ জন। বর্তমানে তাঁদের মাসিক সম্মানী ১৭ হাজার ৫০০ টাকা। নতুন প্রস্তাবে এই সম্মানী ৫০ হাজার টাকা নির্ধারণের কথা বলা হয়েছে। দপ্তর ব্যবস্থাপনা ভাতা বর্তমানে ৪ হাজার থেকে বাড়িয়ে ২০ হাজার টাকা করার কথা বলা হয়েছে। আর কার্যালয় ভাড়া ও কর্পোরেশন সভায় উপস্থিতির সম্মানী পান যথাক্রমে ৮ হাজার টাকা ও ৫০০ টাকা। নতুন প্রস্তাবে তা যথাক্রমে ১০ হাজার ও ২হাজার টাকা নির্ধারণের কথা বলা হয়েছে।

গত ১ সেপ্টেম্বর ডিএসসিসির সপ্তম কর্পোরেশন সভায় কাউন্সিলরদের সম্মানী ও পদমর্যাদা বাড়ানোর এই প্রস্তাব করা হয়। এই প্রস্তাবের একটি দাপ্তরিক চিঠি স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হবে। মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
বর্ণিত বিষয়ে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের সাথে যোগাযোগ করে ডিএসসিসির সপ্তম কর্পোরেশন সভার কার্যবিবরণী সংগ্রহ করা হয়েছে। সভায় সম্মানিত কাউন্সিলরদের পদমর্যাদা উপ-সচিব পর্যায়ে নির্ধারণ এবং সম্মানি ভাতা নিম্নোক্ত হারে নির্ধারণে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণের সিদ্ধান্ত গ্রহীত হয়।
<table>
<tr><th>ক্রম</th><th>ভাতার বিবরণ</th><th>বর্তমান ভাতা</th><th>প্রস্তাবিত ভাতা</th><th>মন্তব্য</th></tr>
<tr><td>০১</td><td>মাসিক সম্মানি ভাতা</td><td>১৭,৫০০/-</td><td>৫০,০০০/-</td><td></td></tr>
<tr><td>০২</td><td>কার্যালয় ভাতা</td><td>৮,০০০/-</td><td>১০,০০০/-</td><td></td></tr>
<tr><td>০৩</td><td>অফিস ব্যবস্থাপনা ভাতা</td><td>৪,০০০/-</td><td>২০,০০০/-</td><td></td></tr>
<tr><td>০৪</td><td>কর্পোরেশন সভায় উপস্থিতির সম্মানি</td><td>৫০০/-</td><td>২,০০০/-</td><td></td></tr>
</table>
উল্লেখ্য, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের গত ২৬/০৬/২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত ৮ম কর্পোরেশন সভা এর বিবিধ (খ) আলোচনায় সম্মানিত কাউন্সিলরদের সম্মানি বৃদ্ধির জন্য মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহীত হয়। তদানুযায়ী গত ১১/০৮/২০১৬ তারিখ ৪৬.২০৭.০১৮.০০.৯৬.১৬-১২১৯ নম্বর স্মারকে মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত পত্রের জবাব এখনো পাওয়া যায়নি।</td><td>১। সম্মানিত কাউন্সিলরগণের মাসিক সম্মানি-৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার), কার্যালয় ভাড়া-২০,০০০/- (বিশ হাজার), অফিস ব্যবস্থাপনা ভাতা-২৫,০০০/- (পঁচিশ হাজার) এবং কর্পোরেশন সভায় উপস্থিতির সম্মানি-৫,০০০/- (পাঁচ) হাজার টাকা প্রদানের প্রস্তাব স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।</td><td>সচিব</td></tr>
</table>

ক্রম	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১৫.	উন্নয়ন কাজের স্বার্থে ডিএনসিসি'র বিভিন্ন ওয়ার্ডের বিভিন্ন সড়ক ও বাইলেন সমূহে বিদ্যামান অবৈধ স্থাপনা, টং ঘর, দোকান ঘর, বাজার, বসত বাড়ী ইত্যাদি উচ্ছেদকরণ প্রসংগে।	ডিএনসিসি'র অধিকাংশ সড়কের ফুটপাত ও বাইলেন সমূহে দীর্ঘদিন যাবৎ বিভিন্ন ধরনের অবৈধ স্থাপনা রয়েছে। যা অঞ্চল পর্যায়ে উচ্ছেদ করা সম্ভব নয়। অপরদিকে ডিএনসিসি'র ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে রাস্তা, ফুটপাত ও সারফেস ড্রেন উন্নয়ন খাতের কাজ শুরু হয়েছে এবং মেগা প্রকল্পের কাজ অচিরেই শুরু হবে। উক্ত অবৈধ স্থাপনাসমূহ উচ্ছেদ করা না হলে উন্নয়ন কার্যক্রম মারাত্মকভাবে বিঘ্ন সৃষ্টি হবে। বিধায় ডিএনসিসি'র উন্নয়ন কার্যক্রম নির্বিঘ্নে ও যথাসময়ে সম্পন্ন করার নিমিত্তে একজন নির্বাহী ম্যাজিস্টেট নিয়োগ করে পুলিশ ফোর্সের সহযোগিতায় অবৈধ উচ্ছেদ কার্যক্রম দ্রুত আরম্ভ করা প্রয়োজন।	আলোচনা হয়নি।	
১৬.	"Construction of Multistoried (2-Basement+ 4-Storied) Commercial-Cum- Staff Quarter Residential Complex under Dhaka North City Corporation" শীর্ষক কাজটি বাস্তবায়নের নিমিত্তে সনি সিনেমা হলের পার্শ্বে অঞ্চল-৪ (মিরপুর) এর বিদ্যমান রাজস্ব শাখার দপ্তর স্থানান্তর প্রসঙ্গে।	ডিএনসিসি'র ৩য় ও ৪র্থ শ্রেনীর কর্মচারীদের আবাসিক সমস্যা সমাধানের নিমিত্তে অঞ্চল-২ (মিরপুর) এর আওতাধীন ৮ নং ওয়ার্ডস্থিত সনি সিনেমা হলের পার্শ্বে প্রায় ৩৫.০০ শতাংশ জায়গার উপর ১টি বহুতল বিশিষ্ট ভবন নির্মাণের অনুমোদন পাওয়া যায়। বহুতল ভবনটির ২ টি বেইজমেন্টসহ ৪ তলা পর্যন্ত বাণিজ্যিক ফ্লোর এবং ৫ম তলা হতে ১২ তলা পর্যন্ত ৮টি ফ্লোরে ৬২ (বাষট্টি) টি ফ্ল্যাট নির্মাণের পলিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। প্রাথমিক অবস্থায় উক্ত স্থানে ২টি বেইজমেন্টসহ ৪ তলা পর্যন্ত বাণিজ্যিক ফ্লোর নির্মাণের জন্য পুনঃ দরপত্র আহবান করে গত ০৬/১১/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে দরপত্র গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে প্রাপ্ত দরপত্রসমূহ মূল্যায়ণ প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। মাঠ পর্যায়ে উক্ত কাজটি আগামী ৩০/১১/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে আরম্ভ করার জন্য পরিকল্পনা রয়েছে। সেহেতু উক্ত স্থানে অঞ্চল-৪ এর বিদ্যমান রাজস্ব অফিসটি ২৫/১১/২০১৬ খ্রিঃ তারিখের পূর্বেই স্থানান্তর করাসহ জরাজীর্ণ পুরাতন ভবনটি নিলাম করা প্রয়োজন। কাজটি বাস্তবায়নের জন্য মেয়র মহোদয়ের নির্দেশনা রয়েছে। এ বিষয়ে সম্পত্তি বিভাগ, রাজস্ব বিভাগ ও অঞ্চল-৪ (মিরপুর) এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা মহোদয়গণকে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য অনুরোধ করা যেতে পারে। বিষয়টি অতীব জরুরী।	আলোচনা হয়নি।	
১৭.	বিবিধ (১) ডিজিটাল সেন্টার স্থাপন প্রসঙ্গে।	ডিজিটাল সেন্টার স্থাপন করার জন্য যাবতীয় মেশিনারিজ কেনার জন্য টেন্ডার প্রদান করা হয়েছে। ডিজিটাল সেন্টারের জন্য জায়গা পাওয়া গেলে ডিজিটাল সেন্টার চালু করা হবে। এজন্য প্রত্যেক ওয়ার্ডের সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দের কাছে ডিজিটাল সেন্টারের জন্য জায়গা নির্ধারণের জন্য অনুরোধ করা হয়। প্রতিটি ডিজিটাল সেন্টারে ২ জন করে উদ্যোক্তা, দুটি ডেস্কটপ, দুটি প্রিন্টার, একটি ফটোকপি মেশিন, দুটি টেবিল ও ছয়টি করে চেয়ার রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ডিজিটাল সেন্টার চালু করা হলে, ডিজিটাল সেন্টার থেকে জন্ম সনদসহ বিভিন্ন নাগরিক সেবা প্রদান করা হবে। ১ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখ থেকে প্রতিটি ওয়ার্ডে ডিজিটাল সেন্টার চালু করা যাকে কিনা সে বিষয়ে মাননীয় মেয়র সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দের অভিমত জানতে চান। এ বিষয়ে উপস্থিত সকল সম্মানিক কাউন্সিলরবৃন্দ ১ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখের মধ্যে ডিজিটাল সেন্টার উদ্বোধনের বিষয়ে একমত পোষন করেন।	১। ডিজিটাল সেন্টার স্থাপনের জন্য প্রত্যেক সম্মানিত কাউন্সিলর ২ জন পূর্ব নির্ধারিত উদ্যোক্তাকে বসার জন্য জায়গা প্রদান করবেন। ২। ১ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখের মধ্যে ডিজিটাল সেন্টারের জন্য জায়গা নির্ধারণ করতে হবে। ৩। ICT Cell প্রত্যেক সম্মানিত কাউন্সিলরকে ডিজিটাল সেন্টার নির্মাণের জায়গার জন্য চিঠি দিবেন।	

আর কোন আলোচনা না থাকায় মাননীয় মেয়র ও সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
আনিসুল হক
মেয়র
ও
সভাপতি
ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন

স্মারক নং-৪৬.২০৭.০০৬.০৩.০০.২৪৩৮.২০১৬ - ১২৪৭

তারিখ- ০১/১২/২০১৬ খ্রিঃ

অনুলিপি অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো ঃ

১) মন্ত্রিপরিষদ সচিব, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২) সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো ঃ

১) কাউন্সিলর, সাধারণ ওয়ার্ড নং-...../সংরক্ষিত আসন নং.....।
২) বিভাগীয় প্রধান.....।
৩) আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা, অঞ্চল.....।
৪) মেয়র মহোদয়ের একান্ত সচিব, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
৫) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা'র স্টাফ অফিসার, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
৬) সহকারী সচিব, সংস্থাপন শাখা-১, ২ ও সাধারণ প্রশাসন শাখা।
৭) অফিস কপি।

(মোঃ নবীরুল ইসলাম)
সচিব (উপসচিব)
ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন